নেত্রকোনায় শিশু ধর্ষণ মামলায় মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড



ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলায় মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ মাহমুদী ওরফে সাগরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ভুক্তভোগীর নবজাতক কন্যাসন্তানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে নেত্রকোণা জেলা ও দায়রা জজ এবং শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. আব্দুছ সালাম এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে গত ২৮ অক্টোবর মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়। সেদিন আদালত রায় ঘোষণার জন্য ১১ নভেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন। শুনানির সময় প্রধান আসামি আমান উল্লাহ মাহমুদী ওরফে সাগর নিজের নামে থাকা ১২ শতাংশ জমি লিখে দেওয়ার বিনিময়ে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তবে আদালত তাঁর এ আবেদন গ্রহণ করেননি।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে মদন উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়নের পাঁচহাট বড়বাড়ি গ্রামের একটি মহিলা কওমি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষক ছিলেন আমান উল্লাহ সাগর। অভিযোগ, তিনি শিশুটিকে মাদ্রাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন এবং বিষয়টি প্রকাশ করলে প্রাণনাশের হুমকি দেন। ভয়ে শিশুটি ঘটনাটি কাউকে জানায়নি। একপর্যায়ে মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

পরে শিশুটির শারীরিক পরিবর্তন দেখে পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পর জানা যায়, ১২ বছর বয়সী শিশুটি অন্তঃসত্ত্বা। এ ঘটনায় ২৩ এপ্রিল শিশুটির মা বাদী হয়ে মদন থানায় মামলা করেন। মামলায় শিক্ষক সাগর এবং তাঁর ভাই মাইমুন ওরফে মামুন মিয়াকে আসামি করা হয়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তৎকালীন র‍্যাব-১৪ ছায়াতদন্ত শুরু করে। পরে ৬ মে ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে প্রধান আসামি সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাঁকে তিন দিনের রিমান্ডেও নেয়।

মামলার বিচারপ্রক্রিয়া চলার মধ্যে গত ২ জুলাই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় শিশুটি। পরে আদালতের নির্দেশে সিআইডি নবজাতকের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকার পরীক্ষাগারে পাঠায়। পরীক্ষার প্রতিবেদনে নবজাতকের সঙ্গে আসামি সাগরের ডিএনএর ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ মিল পাওয়া যায়।

ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ তদন্তের অন্যান্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মদন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আক্তারুজ্জামান গত ২৬ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। এতে আমান উল্লাহ সাগর ও তাঁর ভাই মামুন মিয়াকে আসামি করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারা এবং দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।